দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 OCT 1988
পৃষ্ঠা 3 কলাম 1

(৭)

017

কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের অপমৃত্যু ॥ শিক্ষকগণ দারুণ সংকটে

ঝিনাইদহ, ১৩ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)-প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের দুইশত উপজেলা সদরে স্থাপিত ৪ শতটি কমিউনিটি স্কুল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হইয়া বিলুপ্তির পথে আগাইয়া চলিয়াছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণও দারুণ সংকটে পতিত হইয়াছেন।

বেকার অর্ধশিক্ষিত লোকদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের অধীন নির্বাচিত উপজেলাসমূহের ৪ শত বালক ও বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন পৃথক পৃথক ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ করা হয়। ৪ শত ওয়ার্কশপও নির্মাণে ৪ বছর সময় লাগে। এসব স্কুলে ১৫ বছর হইতে ৪৫ বছর বয়সের লোকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দানের কথা ছিল। প্রথম পুরুষ কমিউনিটি স্কুলে মেকানিক্যাল, সিভিল ও কৃষি বিষয়ক বিভাগ এবং মেয়েদের স্কুলে সেলাই এবং খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রস্তুত বিভাগ খোলা হয়। পরবর্তী বছর হইতে কৃষি বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম হইতেই এসকল স্কুলে শিক্ষার্থীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রতি বিভাগে ১২ জন করিয়া শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দানের কথা ছিল। এ জন্য পুরুষ স্কুলে পলিটেকনিক পাস শিক্ষক এবং মেয়ে স্কুলে সেলাই ও রান্না বান্না বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু নিয়োগ প্রাপ্তির পর হইতেই তাহাদের বেতনাদি পাইতে অসুবিধা দেখা দেয়। অনেক শিক্ষক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দেন। তারপর যাহারা থাকিয়া যান তাহাদেরকে সংশ্লিষ্ট বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে আত্তিকরণ করিয়া লইতে বলা হয়। এই ব্যবস্থা ঐ সকল বেসরকারী স্কুলগুলির উপর একটি বাড়তি বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। অনেক স্কুলই আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ঐ আত্তিকরণ করিতে পারে নাই।

কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের প্রথম উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার পর ঢাকাস্থ শিক্ষা পরিদপ্তর হইতে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে সংশ্লিষ্ট বালক স্কুলগুলির নবম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে টাইপ রাইটিং কাঠের কাজ, জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন, লোহালক্কড়ের কাজ ও ফলিত বিদ্যুৎ শক্তি বিষয় এবং মেয়েদের স্কুলে পূর্বব্যবস্থার পরিবর্তে সেলাই বিষয় খুলিতে বলা হয় এবং ১৯৮৭ সাল হইতে এই ব্যবস্থামত আগামী '৮৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস, এস, সি, পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিবে। তবে খোঁজ নিয়া জানা যায়, এস এস সি পর্যায়ে ঐ সকল কারিগরি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। অনেক স্কুলেই ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যাইতেছে না।

সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা বেতন হইতে বঞ্চিত

নড়াইলের সংবাদদাতা জানান, শিক্ষা বিভাগের কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত সারা দেশের সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা এক বৎসর যাবৎ উক্ত প্রকল্প হইতে বেতন পাইতেছেন না। এই শিক্ষকদের মধ্যে শতাধিক কৃষি ডিপ্লোমাধারীসহ বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রীধারী, ৬ শতাধিক সিভিল ও মেকানিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, তিন শতাধিক এবং বাকীরা হইলেন ভি টি আই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। খাদ্য ও পুষ্টি এবং সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দুই দফায় উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। অথচ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার অভাবে তাঁহারা বেতন হইতে বঞ্চিত। জানা যায়, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের কোন নির্দেশ না থাকায় কমিউনিটি স্কুলগুলি যেসব প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই সব স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রকল্পটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন দিতেছেন না।

জানা গিয়াছে, ঐ প্রকল্প পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য উচ্চ পর্যায়ে একটি জাতীয় পরিকল্পনা ও সমন্বয় কমিটি রহিয়াছে। উক্ত কমিটিতে শিক্ষা সচিব ও পরিকল্পনা কমিশনসহ পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবগণ আছেন। কিন্তু উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আনুষংগিক বিষয়াবলীর সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় অসহায় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।